ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 180 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৬ ● কলকাতা ● ২৮ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 143

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার চলা শুরু করেছি, আলোর জন্য আমাদের কাছে একরকম গাছের শিকড় ছিল যা মশালের মত জ্বলত, যে রকম এক বড় মোমবাতি জ্বলে। আমার ঐ রাস্তাও এরকম লাগছিল যে চলা কঠিন ছিল। বারবার থেমে যেতে হচ্ছিল, বসে পড়তে হচ্ছিল। আশেপাশে পুরো অন্ধকার ছিল। রাস্তায় পায়ের তলায় জায়গাই বড় কষ্টের সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল।

ক্রমশঃ

কনস্টেবলের বাড়িতে ঢুকে চোখ কপালে ইডি কর্তাদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেল্লায় দোতলা বাড়ি। সাত হাজার বর্গফুটের বাড়িটি তৈরিও হয়েছে ইউরোপীয় ঘরানায়। অন্তত সাত কোটি টাকা তো খরচ হয়েইছে! উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রাক্তন কনস্টেবল অলোকপ্রতাপ সিংয়ের এই বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে অন্দরসজ্জা দেখে চোখ কপালে উঠল ইডি আধিকারিকদের।পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সাড়ে চার কোটি টাকার কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতারও হয়েছেন ৩২ জন। পাচারচক্রের টাকা কোথায় কোথায় পৌঁছেছে, তাই খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, পাচারচক্রের মূল

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতির দেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাতভর নিখোঁজ ছিলেন। আর ভোর হতেই মিলল দেহ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতার দেহ নিয়ে আজ জোর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কারণ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত তৃণমূল নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। এই আবহে বীরভূমের অন্তর্গত শান্তিনিকেতনের কঙ্কালিতলায় তৃণমূল নেতার দেহ মেলায় খুনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।এছাড়া পুলিশ সূত্রে খবর, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মৃত্যুর পিছনে কোনও রাজনৈতিক শত্রুতা নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল সেটা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে। এই ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই ঘটনায় প্রচুর মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্ত-সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই খবর পেতেই দেহ উদ্ধার করতে গিয়েছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে ওই তৃণমূল নেতাকে। কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলটিকুড়ি গ্রামে প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতি ছিলেন মদন লোহার।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন মদন লোহার। রবিবার সকালে ধলটিকুড়ি এলাকার একটি মাঠে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর তারপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভে রবিবার দুপুর পর্যন্ত দেহ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। মৃত মদন লোহারের বয়স ৫০ বছর। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি মদনবাবু। পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। আর রবিবার সকালে গ্রামের মাঠে মেলে তাঁর দেহ। অনেক চেষ্টায় পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

অন্যদিকে মদনের কান থেকে গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত। এই অবস্থায় দেহ পাওয়া যাওয়ায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও শরীরের অন্য অংশে তেমন কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। পরিবার অভিযোগ করেছে, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে মদন লোহারকে। মৃত্যুর সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না বলে পরিবার দাবি তুলতে থাকে। এমনকী দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারির দাবিও জানান তাঁরা। যদিও শেষমেশ দেহ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনীতি থাকতে পারে বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা।

রাতে মাছের পুকুরে বিষ ভেসে উঠল মাছ, মাথায় হাত মাছ চাষির

পার্থ ঝা,রোজদিন, মানিকচক

সাতসকালে প্রতিদিনের নিয়ম মাফিক পুকুর দেখতে পৌঁছন খুরশেদ আলি। পুকুরে ছাড়া মাছগুলো পরিচর্যা করেন খাবার খাওয়ান প্রতিদিনই। রবিবার সকালেও যান তিনি। কিন্তু আজকের চোখের দেখাটা একদমই ভিন্ন। পুকুরের অবস্থা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে পুকুরের জলে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশিয়ে দেয়।

পুকুরের থাকা মাছের ক্ষতি হয়েছে অগুণতিক মৃত মাছ ভেসে উঠেছে জলে। দীর্ঘদিন ধরেই মাছ চাষ করে আসছেন তিনি। ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি জানান আরো অনেক পুকুর রয়েছে তার কিন্তু এই পুকুরেই এমনটা করেছে তবে কে বা কারা এরকম করেছেন সে বিষয়ে তিনি এখনো হতবাক। তবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ক্ষতি করেছে বল দাবি করছেন খুরশেদ আলী। প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।মানিকচকের দাল্লুটোলা এলাকার মৎস্যচাষী খুরশেদ আলী এই মর্মে মানিকচক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। প্রশাসনিক তদন্ত চেয়ে আবেদন রেখেছেন এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবিও রেখেছেন তিনি।।

নির্বাচন কমিশনের কীর্তি, মৃত ভোটারের নামে পাঠাল এনুমারেশন ফর্ম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজব কাণ্ড নির্বাচন কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ নিয়ে উঠেছে ভুরি ভুরি অভিযোগ। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি এবং সেগুলি সংগ্রহের কাজ শেষ। তবে বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এবার প্রদেশ কংগ্রেস বড় আনল বিরাট অভিযোগ।কংগ্রেস নেতার অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর এই ধরনের ঘটনা শুধু শুকদেবের সঙ্গে নয় আরও অনেকের সঙ্গেই ঘটেছে। কমিশনের বক্তব্য এটা

কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। দাবি ২০২৫ সালের তালিকায় নাম না-থাকায় কারণে তাঁরা কেউই পাননি এনুমারেশন ফর্ম। যাদের নাম ওঠেনি তাদের কি করতে হবে সেই তথ্যও জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার এসআইআরের খসড়া তালিকা প্রকাশ হবে। তার যাদের নাম ওঠেনি সেই ভোটারকে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কনস্টেবলের বাড়িতে ঢুকে চোখ কপালে ইডি কর্তাদের

মাথা শুভম জয়সওয়াল। তিনি পলাতক। দুবাইয়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অনুমান। শুভমের বাবা ভোলা জয়সওয়ালকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের মামলায় অলোকের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযানে বাড়ি থেকে মিলেছে দামি ব্যাগ,ঘড়ি-সহ নানা বহুমূল্যবান জিনিসপত্র। তদন্তকারীদের প্রাথমিক হিসাব বলছে, বাড়িটির অন্দরমহল সাজাতেই অন্তত দেড় থেকে দু'কোটি টাকা খরচ হয়েছে। জমি কেনার খরচ বাদ দিয়ে শুধু বাড়িটি তৈরি করতেই খরচ হয়েছে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা। ঘটনাচক্রে, ২০১৯ সালেই অলোককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, অলোক যেহেতু চাকরিজীবনে কনস্টেবল পদে ছিলেন, তাঁর বেতনও মেরেকেটে মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকা ছিল। বর্তমানে তিনি লখনউ জেলে বন্দি। কাশির সিরাপ পাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্তে অমিতকুমার সিং নামে এক ব্যক্তিকে সম্প্রতি জেরা করেছিলেন তদন্তকারীরা। সেই জেরায় অলোকের নাম উঠে আসে। তারপরেই অলোকের লখনউয়ের বাড়িতে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তকারীরা। অভিযোগ, অলোক কাশির সিরাপ চক্রের সঙ্গে জড়িত। উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডেও এই চক্র সক্রিয়। এমনকি বাংলাদেশ, নেপালেও তা ছড়িয়ে রয়েছে।

(১ম পাতার পর)

নির্বাচন কমিশনের কীর্তি, মৃত ভোটারের নামে পাঠাল এনুমারেশন ফর্ম

আবার নতুন করে নাম তুলতে হবে। ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ফর্ম ৬ পূরণের মাধ্যমে এই কাজ করতে পারেন তাঁরা। তবে এই ঘটনা কেন ঘটছে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।একই পরিবারের দুই সদস্যের এনুমারেশন ফর্ম পাওয়া ও না-পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। জীবিত ভোটারের কাছে আসেনি এনুমারেশন ফর্ম অথচ মৃত মায়ের এনুমারেশন পৌঁছে গিয়ে বাড়িতে। তবে এই অভিযোগের উত্তরও দিয়েছে কমিশন।

শুকদেব রূপরায় নামে এক জনৈকের নামে কমিশনের কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম আসেনি বলে অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে শুকদেব রূপরায় নামের ওই ব্যক্তি জীবিত অথচ কমিশন তাঁকে মৃত দেখিয়েছে। অন্যদিকে তাঁর মৃত মা পঞ্চুবালা রূপরায়ের নামে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছেছে বাড়িতে। এই ঘটনা কীভাবে সম্ভব সেই প্রশ্ন তুলেই কংগ্রেস নেতা কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, এত বড় ভুল হওয়া সত্ত্বেও সুকদেব বা তাঁর পরিবারের কারও সঙ্গে কমিশন যোগাযোগ করেনি।

নিরাপত্তা দেওয়া হল শাহজাহান মামলায় সাক্ষী ভোলা ঘোষকে

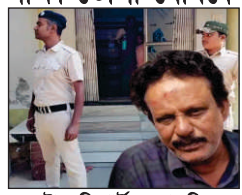

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ন্যাজাট-কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও এক। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম গোলাম হোসেন মোল্লা। ধৃত এই ব্যক্তিও শেখ শাহাজাহান ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। ফলে ক্রমশ শাহজাহান মামলায় অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষকে খুনের চেষ্টার দাবিই জোরাল হচ্ছে?বলে রাখা প্রয়োজন, সন্দেশখালির ত্রাস শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে সিবিআই যে মামলা করেছে, সেই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। গত সপ্তাহে একটি কাজে আদালতে যাচ্ছিলেন তিনি। ভোলানাথের সঙ্গেই গাড়িতে ছিলেন ছোটো ছেলে ও চালক। ন্যাজোটের বয়ারমারি পেট্রোল পাম্পের সামনে একটি ট্রাকের সঙ্গে ভোলানাথ ঘোষের গাড়ির একেবারে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে ও চালকের। ঘটনায় গুরুতর আঘাত পান ভোলানাথ ঘোষ। প্রশ্ন ওঠে, ষড়যন্ত্র করেই ভোলানাথকে খুনের চেষ্টা করা হচ্ছিল? এমনকী শেখ শাহাজাহানের নাম ফের একবার সামনে আসে।অন্যদিকে ভোলা ঘোষকে নিরাপত্তা দিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। তাঁর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তায় বাড়িতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

যুবভারতী কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে কুৎসিত আক্রমণ

প্রিয় মহাতারকাকে এক ঝলক দেখে জীবন সার্থক করার স্বপ্ন নিয়ে হাজার হাজার ফুটবল পাগল মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন যুবভারতীতে। কিন্তু বদলে প্রাপ্তি শুধুই বিশৃঙ্খলা। এরজন্য কিছু মহল থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুৎসিত আক্রমণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই আক্রমণ কি তাঁর প্রাপ্য?প্রশ্ন হচ্ছে, একজন মানুষের পক্ষে মাত্র ওই কয়েক ঘণ্টায় এত কিছু আদৌ সম্ভব? আসলে এই সফরের শুরু থেকেই দর্শকের আবেগের দিক থেকে ব্যবসায়িক দিকটা বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছিল। টিকিট মূল্য থেকে শুরু করে কর্মসূচি নির্ধারণ – সবটাই করা হয়েছিল ব্যবসায়িক দিককে মাথায় রেখে। দেখা করার জন্য টাকা, হাত মেলানোর জন্য টাকা, ছবি তোলার টাকা, হাজার হাজার স্পনসর, ভিআইপিদের থেকে সুবিধা নিয়ে দেখা করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কী করেননি আয়োজক? এমনকী গোট কনসার্টের আগে স্টেডিয়ামে চড়া দামে জলের বোতল পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছে। এরপর যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার মাঝেই দেখা গিয়েছে গেরুয়া পতাকা, সঙ্গে জয় শ্রীরাম স্লোগান। সেই কারণেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, অন্য কোনও ইস্যু না পেয়ে অকারণে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণে নেমেছেন অনেকেই। যুবভারতীতে যা হয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার আগে। তাছাড়াও অনুষ্ঠান সরকারি ছিল না। বেসরকারি সংস্থা আয়োজন করেছিল মেসির 'গোট শো'। তারা যা সহযোগিতা চেয়েছিল, সরকার দিয়েছে। ক্রীড়াদফতর, যুবভারতী কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ যেটুকু নজর রাখার রেখেছিল। এর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন? তিনি যাওয়ার আগে আয়োজকদের ব্যর্থতায় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

শনিবার নির্ধারিত সময়েই যুবভারতী স্টেডিয়ামে পৌঁছে যান মেসি। মাঠে ঢোকেন লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি'পলকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু আয়োজক-সহ অন্যান্যদের ভিড়ে কার্যত ঢাকা পড়ে যান মেসি। তিনি হাসিমুখে হাত নাড়ছিলেন দর্শকদের দিকে। কিন্তু গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকরা সেটা দেখতেই পাননি। সেখান থেকেই রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে যুবভারতী স্টেডিয়াম। সঙ্গে সঙ্গে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান মেসি। শনিবারের অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

যুবভারতীর ঘটনা নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'সল্টলেক স্টেডিয়ামে আজ যে অব্যবস্থা দেখা গেল, তাতে আমি স্তম্ভিত, মর্মাহত। আমি স্টেডিয়ামে যাচ্ছিলাম, অজস্র ক্রীড়াপ্রেমীদের মতোই প্রিয় ফুটবলার মেসিকে দেখতে। এই দুঃখজনক ঘটনার পর আমি ক্ষমা চাইছি মেসির কাছে, সমস্ত ভক্তদের কাছে।' দর্শকদের টাকা ফেরতের নির্দেশও দেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি করে দেন। পুলিশ বেসরকারি আয়োজককে গ্রেফতার করে।

এর পরেই কটাক্ষ ধেয়ে আসে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের তরফে। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, "ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব মানেই চূড়ান্ত নৈরাজ্য আর অব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা। কারণ তাঁর পুলিশ-প্রশাসনের যাবতীয় পরিকল্পনাহীনতা এবং এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার দায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একমাত্র তাঁর উপরেই বর্তায়।" এখানেই শেষ নয়। কংগ্রেস, সিপিএম থেকেই এই ধরনের কুৎসা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন হল, অন্যের ভুলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করা হচ্ছে কেন? অতীতে অনেক বড় কর্মসূচি হয়েছে। এই মেসিই সুষ্ঠুভাবে খেলে গিয়েছেন কলকাতায়। সেবার কিন্তু এই রাজ্য প্রশাসনই মানুষের আবেগ সামাল দিয়েছে। কিন্তু এখন একটা সুযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কুৎসার মুখে ফেলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মেসি কলকাতায় সব মিলিয়ে থাকার কথা ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। অথচ সেই কয়েক ঘণ্টাতেই গুচ্ছখানেক কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সকালে মূর্তি উন্মোচন, হোটেলে আলাপচারিতা, মাঠে ঢুকে গোট কনসার্ট, প্রাক্তনদের খেলা দেখা, স্পনসরদের দাবি মেটানো, ভিআইপিদের আবদার মেটানো। এসবের মধ্যে খাওয়াদাওয়া, ভক্তদের সঙ্গে করমর্দন, ছবি তোলা (সেসবের জন্য আবার আলাদা রেট চার্ট ঠিক করা হয়েছিল)।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছত্রিশতম পর্ব)

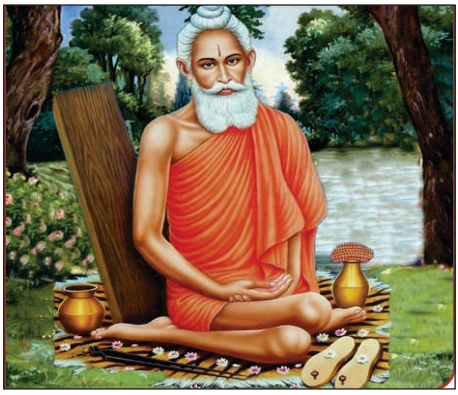

হয় কর্মের পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধের কারণে। যখন এই অনুঘটক গুলো পূর্নতা লাভ করে তখন মেলে সিদ্ধি। আর, একটা সিদ্ধি কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সিদ্ধির ব্যাপারটা অনেকটা উর্ধমুখী সিঁড়ির মতো। এক একটা পরীক্ষা আর তার পর নতুন সিঁড়ির দরজা খোলা হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর পরীক্ষার আগে থাকে শিক্ষা এবং চরম বাঁধা। আসে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নিরাপত্তা দেওয়া হল শাহজাহান মামলায় সাক্ষী ভোলা ঘোষকে

ভোলানাথ ঘোষ ইতিমধ্যে শাহজাহান-সহ তাঁর সহযোগী ৮ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবারই উত্তম সর্দার ওরফে সুশান্তকে পোলেরহাট এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একটি গোপন আস্তানা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত উত্তম শাহাজাহান ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে জামিনে ছিলেন। ভোলা ঘোষকে খুনের ষড়যন্ত্রের মামলায় ফের পুলিশের জালে উত্তম। অন্যদিকে রুহুল কুদ্দুস শেখ নামেও এক ব্যক্তিকে শনিবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দফায় দফায় ধৃত দুজনকে জেরা করা হচ্ছে। এরমধ্যেই ঘটনার চতুর্থদিনের মাথায় পুলিশের জালে আরও এক। পুলিশ সূত্রে খবর, হাসনাবাদ থানা এলাকা থেকে গোলাম হোসেন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে হাতেনাতে তাঁকে ধরা হয়। ধৃত গোলাম হোসেন মোল্লার বাড়ি হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুরআঁটি এলাকায়। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধৃতেরও নাম নেই ভোলা নাথ ঘোষের দায়ের করা এফআইআরে। অন্যদিকে খোঁজ নেই ঘাতক লরির চালকেরও। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

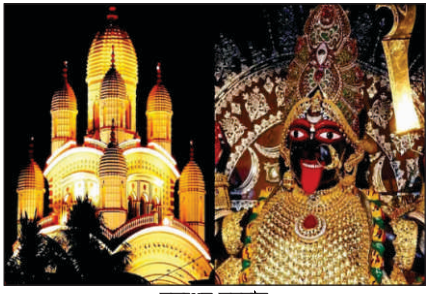

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার মন্ত্রপদ গুহ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হন না। ইঁহার বর্ণ সাদা এবং ইনি দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বাম হস্তে কপাল ধারণ করেন। ইঁহার মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বজ্রসত্ত্বের যুগনদ্ধ মূর্তিতে ইঁহার রূপ কখনো কখনো দেখা যায়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ডিজিপি থেকে বিজেপি নেত্রী, বামদুর্গ তছনছ করে তিরুঅনন্তপুরমের মেয়র পদে শ্রীলেখা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চার দশকের বামদুর্গ তছনছ করে তিরুঅনন্তপুরমের পুরসভা নির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে বিজেপি। এই ঘটনাকে কেরলের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ভিত্তি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দুর্গ দখলের পর তিরুঅনন্তপুরমের মসনদে কে বসবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। এই তালিকায় সবার আগে উঠে এসেছেন কেরলের প্রথম মহিলা আইপিএস আর শ্রীলেখা।উল্লেখ্য, শনিবার তিরুঅনন্তপুরম পুরসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। ১০১ সদস্যের তিরুবনন্তপুরমে বিজেপি বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিজেপি ৫০টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে, যেখানে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বাধীন এলডিএফ পেয়েছে ২৯টি আসন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ ১৯টি আসন পেয়েছে।অনুমান করা হচ্ছে, প্রাক্তন ডিজিপি ৬৪ বছরের এই বিজেপি নেত্রীকে মেয়র করতে পারে গেরুয়া শিবির।

তিরুঅনন্তপুরমের পুরসভা নির্বাচনে ষষ্ঠমঙ্গলম ওয়ার্ড থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীলেখা। ভোটে এলডিএফ বিপুল ভোটে হারিয়ে জয়লাভ করেন তিনি। নির্বাচনে তিনিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ী প্রার্থী। এবার মেয়র পদে তাঁর নামই উঠছে কিনা প্রশ্ন করা হলে শ্রীলেখা বলেন, "আমরা জেনেছি ষষ্ঠমঙ্গলম ওয়ার্ডে এতবড় ব্যবধানে কেউ কখনও জয়ী হননি। এর জন্য এখানকার মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি এখানে প্রার্থী হওয়ার পর এলডিএফ ও কংগ্রেস আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টায় কোনও খামতি রাখেনি। নির্বাচনে তাঁদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে জনতা। আর মেয়র পদের জন্য দলের সিদ্ধান্ত যেটাই হবে আমি মাথা পেতে নেব।"

জানা যাচ্ছে, শ্রীলেখার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এই তিরুঅনন্তপুরমে। ১৯৮৭ সালে কেরলের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার হন তিনি। তিন দশকের কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সংস্থা এবং জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে সিবিআই, কেরালা ক্রাইম ব্রাঞ্চ, ভিজিল্যান্স, ফায়ার ফোর্স এবং মোটরযান বিভাগেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে, তিনি কেরালার পুলিশের ডিজিপি পদে নিযুক্ত হন। সিবিআইতে থাকাকালীন, অভাবনিয় কাজের জন্য তাঁকে 'রেইড শ্রীলেখা' বলে ডাকা হত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের জন্য সুনাম অর্জন করেন তিনি। অবসরের পর ২০২৪ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন শ্রীলেখা। এবার মেয়র পদে বসতে পারেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন, যেখানে হর্নবিল উৎসবকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে

নতুন দিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসবের প্রাণবন্ত চেতনার প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে ভারতের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও এর উপজাতীয় ঐতিহ্যের স্থায়ী প্রাণশক্তির এক শক্তিশালী প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল আজ এক নতুন, আত্মবিশ্বাসী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। নাগাল্যান্ডের অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশংসা করে শ্রী মোদী বলেন, এই রাজ্য কেবল একটি উৎসবের আয়োজনই করে না; রাজ্যটি নিজেই উদযাপনের প্রতিমূর্তি, যা 'উৎসবের দেশ' নামক এর গর্বিত উপাধিটিকে যথার্থভাবে প্রমাণ করে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়ার 'এক্স'- হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টের জবাবে শ্রী মোদী বলেন: এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

দলের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি নিতিনের প্রশংসায় মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতির নাম ঘোষণা করল বিজেপির সংসদীয় বোর্ড। পদ্ম শিবিরের সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হলেন নিতিন নবীন। নিতিন নীতীশ কুমারের মন্ত্রিসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং বিবৃতি দিয়ে জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসাবে নিযুক্তের বিষয়টি জানান।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আসলে নিতিনের বিনয়ী স্বভাব ও মানুষের সঙ্গে মেশার যে ক্ষমতা, অর্থাৎ জনসংযোগের যে ক্ষমতা, সেটাই তাঁকে একজন দক্ষ নেতা হিসাবে পরিচিত করেছে।" তিনি বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর উদ্যম ও নিষ্ঠা আগামী দিনে আমাদের দলকে আরও শক্তিশালী করবে। বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন।" বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে জগৎপ্রকাশ নাড্ডার মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রায় ২ বছর হয়ে গেল দলের নতুন সভাপতি নির্বাচন করতে পারেনি কেন্দ্রে শাসক দল। বিহারের নির্বাচনের পর থেকেই জল্পনা তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছিল। বাঁকিপুর আসনে প্রার্থী হন নিতিন। আরজেডির রেখা কুমারীকে ৫১ হাজারের বেশি ভোটে হারান তিনি। তিনিই এগিয়ে ছিলেন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হওয়ার দৌড়ে।নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মোদী লেখেন, "নিতিন নবীন একজন পরিশ্রমী কার্যকর্তা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তিনি একজন তরুণ ও পরিশ্রমী নেতা।" নিতিনের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতাও অত্যন্ত দৃঢ়, সেকথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিহারে একাধিক মেয়াদে বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কাজের রেকর্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী একটি নিবন্ধ শেয়ার করেছেন, যেখানে হর্নবিল উৎসবকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে

"এই আকর্ষণীয় নিবন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @JM_Scindia নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসবকে মানব চেতনার এক বর্ণিল সমাহার এবং প্রাচীন ও সমসাময়িকের এক নিপুণ মিলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, আমাদের দেশ তখনই উন্নত হবে যখন দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উজ্জ্বল হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এক নতুন, আত্মবিশ্বাসী ভারতের মুখ হিসেবে তুলে ধরে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, নাগাল্যান্ড শুধু উদযাপনই করে না - এটি নিজেই উদযাপনের প্রতিমূর্তি, যা 'উৎসবের দেশ' হিসেবে এর নামকরণের কারণকে যথার্থভাবে প্রমাণ করে।"

জলদাপাড়ায় চিরুনি তল্লাশি, নামল সশস্ত্র বাহিনী!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আলিপুরদুয়ার: হঠাৎ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে চিরুনি তল্লাশি। ঘিরে ফেলা হল জাতীয় উদ্যান। নামানো হয়েছে ডগ স্কোয়াড। রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী ও র‍্যাপিড রেসপন্স টিমের সঙ্গে তল্লাশি চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। গোপন খবর পাওয়ার পর হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে জলদাপাড়ায়। সতর্ক করা হয়েছে জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদেরও।সপ্তাহখানেক আগে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পাচার রোধ ও মানুষ বন্য প্রাণী সংঘাত রুখতে বড় পদক্ষেপ নেয় বনদপ্তর। চালু করা হয় ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। তারপরই আজ, রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালাল কর্তৃপক্ষ।রবিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় কর্তৃপক্ষ। মূলত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কোদালবস্তি, চিলাপাতা, নীলপাড়া ও মাদারিহাট এই চার রেঞ্জ এলাকায় তল্লাশি চলছে। খবর, চোরাশিকারিরা এই এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। সূত্র মারফত সেই খবর মিলতেই অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী ও র‍্যাপিড রেসপন্স টিম। সঙ্গে নিয়ে আসা হয় ডগ স্কোয়াডকেও। এলাকাজুড়ে তল্লাশি চলে। যাতায়াত করা গাড়িগুলিতেও তল্লাশি চালানো হয়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাসোয়ান বলেন, "মূলত চারিটি রেঞ্জে তল্লাশি অভিযান চলছে। জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদেরও সচেতন করা হচ্ছে। তারা চোরাশিকারিদের সন্ধান পেলে বা কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করলে যেন তৎক্ষণাৎ আমাদের খবর দেয়।"

সিনেমার খবর

রণবীর সিংয়ের ক্যারিয়ারের সেরা ওপেনিং: ‘ধুরন্ধর’ প্রথম দিনেই ২৭ কোটি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এমন সাফল্য আগে দেখেননি রণবীর সিং! গতকাল শুক্রবার মুক্তি পেয়েই তার নতুন সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। প্রথম দিনেই আয় ২৭ কোটি রুপি—রণবীরের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ওপেনিং।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, সিনেমাটি প্রথম দিনে ১৫–১৮ কোটি রুপি আয় করতে পারে। কিন্তু ‘ধুরন্ধর’ প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দূর। এমনকি সাম্প্রতিক আলোচিত বলিউড সিনেমা ‘সাইয়ারা’র প্রথম দিনের আয় (২১.৫০ কোটি রুপি)-কেও পেছনে ফেলেছে এটি।

রণবীরের আগের কয়েকটি হিট সিনেমাও নতুন রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে ‘ধুরন্ধর’। তার অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘পদ্মাবত’ প্রথম দিন আয় করেছিল ২৪ কোটি রুপি এবং ‘সিম্বা’ আয় করেছিল ২০.৭২ কোটি রুপি।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির দিনে সারা ভারতে সিনেমাটির অকুপেন্সি ছিল ৩৩.৮১%। দেশজুড়ে ৪,০০০টির বেশি শো বুক করা হয়েছিল এবং সন্ধ্যার পর শোগুলোতে দর্শক উপস্থিতি বেড়ে ৫৫%-এরও বেশি হয়।

আদিত্য ধর পরিচালিত, রচিত ও সহ-প্রযোজিত এই সিনেমায় রণবীর সিং ছাড়াও আছেন- সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন এবং অর্জুন রামপাল। রহস্যময়ী নারী চরিত্রে সারা অর্জুন দর্শকদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ তৈরি করেছেন। সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে জিও স্টুডিওস এবং বি৬২ স্টুডিওস’র ব্যানারে।

পাপারাজ্জিদের ভুল সম্বোধন, রসিকতায় পরিস্থিতি সামাল আমিশার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৩ সালে ‘গাদার-২’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে জোরালো প্রত্যাবর্তন করেন অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেল। এরপর থেকেই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেখা যাচ্ছে তাকে।

সম্প্রতি এক ইভেন্টে উপস্থিত থাকার সময় ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে তার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে যেখানে তার রসিকতা ও পরিমিত মন্তব্য ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়- সোনালি রঙের অফ-শোল্ডার গাউনে স্লিট কাট ডিজাইনে ক্যামেরাবন্দি হচ্ছেন আমিশা। পরিপাটি বান করা চুল, হালকা গয়না ও আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতিতে তিনি যথেষ্ট নজর কাড়েন।

এই সময় এক পাপারাজ্জি ভুল করে তাকে প্রবীণ অভিনেত্রী জয়া বচ্চন বলে সম্বোধন করেন। বিষয়টি অস্বস্তিকর না করে অভিনেত্রী হাসিমুখে পাল্টা বলেন- “তাহলে আমার অমিতাভ বচ্চন কোথায়?”

এমন রসিক উত্তরে সেখানে উপস্থিত সবাই হেসে ওঠেন এবং পরিস্থিতি মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা আমিশার সৌজন্য ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতে থাকেন। পরবর্তীতে আলোচনায় আসে জয়া বচ্চনের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গ। এক অনুষ্ঠানে জয়া বচ্চন পাপারাজ্জিদের পোশাক ও আচরণ নিয়ে কটাক্ষ করেন যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। এই বিষয়ে আমিশা প্যাটেল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, প্রত্যেকের নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। জয়ারও নিজের মত আছে। কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি। মিডিয়া ও পাপারাজ্জিরা প্রচুর পরিশ্রম করেন। আপনারা অসাধারণ কাজ করেন।

এই মন্তব্যে অনেকেই এই অভিনেত্রীকে “মার্জিত ও পরিণত ব্যক্তিত্বের প্রতীক” বলে অভিহিত করেছেন। যদিও কিছু ব্যবহারকারী বিতর্ক উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবুও বেশিরভাগ মন্তব্যই ছিল প্রশংসাসূচক।

আভিজাত্যপূর্ণ লুকে রেড সি উৎসবে ঐশ্বরিয়ার ঝলক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সৌদি আরবের জেদ্দায় শুরু হয়েছে জমকালো ‘রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫’। লালগালিচায় এবারও বসেছে বলিউড-হলিউড তারকাদের মিলনমেলা। আর সেই আসরে বিশেষ নজর কেড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই। আন্তর্জাতিক তারকা ডাকোটা জনসন ও জেসিকা অ্যালবার সঙ্গে তার আলাপচারিতা ও ছবি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

৪ ডিসেম্বর জেদ্দার ঐতিহাসিক আল-বালাদ এলাকায় উৎসবের পর্দা ওঠে। উদ্বোধনী আয়োজনে জেসিকা অ্যালবা ও ‘ফিফটি শেডস অব গ্রে’ খ্যাত ডাকোটা জনসনের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি হন ঐশ্বরিয়া। তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্তের ভিডিও-ছবি অনলাইনে দ্রুত ভাইরাল হয়। ভক্তরা একে ‘অপ্রত্যাশিত কিন্তু আনন্দদায়ক তারকামিলন’ হিসেবে মন্তব্য করছেন।

ছবিতে তাদের সঙ্গে রেড সি ফিল্ম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জমানা আল রশিদও ছিলেন।

রেড কার্পেটে ঐশ্বরিয়ার উপস্থিতি ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। সাদা-কালো ব্লেজার স্টাইলের একটি পোশাকে ছিলেন তিনি, যাতে ছিল সোনালি কারুকাজ। অন্য এক লুকে তিনি ডলচে অ্যান্ড গাবানার কালো সিল্ক গাউনে হাজির হন। পান্নার নেকলেস ও স্মোকি আই মেকআপে তার লুক দারুণ প্রশংসিত হয়েছে।

লোহিত সাগরের তীরে আয়োজিত এই উৎসবটি মাত্র পাঁচ বছরেই বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান উৎসবের চেয়ারম্যান জমানা আল রশিদ এবং পরিচালক মোহাম্মদ আল-তুর্কি। এ বছর ফরাসি অভিনেত্রী জুলিয়েট বিনোশ, ব্রিটিশ অভিনেতা মাইকেল কেইনসহ কয়েকজন কিংবদন্তি শিল্পীকে সম্মাননা জানানো হয়।

বলিউড থেকে ঐশ্বরিয়ার পাশাপাশি অংশ নিচ্ছেন কৃতি স্যাননও। শুক্রবার উৎসবের একটি বিশেষ সেশনে তার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

বিশ্বকাপে ‘ডেথ গ্রুপে’ এমবাপে-হলান্ড-মানের লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে দুই ঘণ্টার ঝমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র। ড্র শেষ হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় কোন গ্রুপ তুলনামূলক কঠিন এবং কোনটি সহজ।

৪৮ দলের ১২ গ্রুপের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোনো দলকেই “ডেথ অব গ্রুপ” বলার অবকাশ নেই। তবে তুলনামূলক কঠিন গ্রুপ হলো ‘আই’ ও ‘সি’।

‘আই’ গ্রুপে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স পেয়েছে সেনেগাল ও নরওয়ে। তাদের আরেক প্রতিদ্বন্দ্বি হবে ফিফা প্লে-অফ ২-এর ইরাক, বলিভিয়া বা সুরিনাম—এই তিনটি দেশের মধ্যে যে কোনো একটি।

২০২৬ বিশ্বকাপে নরওয়ে ২৮ বছর পর আবার খেলার সুযোগ পেল। ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে তারা বিশ্বকাপে সরাসরি কোয়ালিফাই করেছে। আট ম্যাচের সবগুলো জিতে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের শীর্ষে থেকে বাছাই সম্পন্ন করে তারা।

ফ্রান্স বিশ্বকাপে অন্যতম সফল দল। সবশেষ ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসিরা গতবারও ফাইনালে জায়গা করে নেয়। এছাড়াও দিদিয়ের দেশমের নেতৃত্বে দলের অস্ত্রভান্ডারে রয়েছেন উসমান দেম্বেলে, কিলিয়ান এমবাপে, জুলস কুন্দে, ইব্রাহিমা কন্তে, মালো গুস্তোসহ তারকাখচিত খেলোয়াড়রা।

তবে আর্লিং হলান্ডরা ফরাসিদের পরীক্ষায় ফেলতে পারে। অস্কার বব, শরলথ,মার্টিন ওডেগোর ও সান্দের বার্গদের মতো খেলোয়াড় রয়েছেন নরওয়ের দলে। সর্বশেষ ১০ ম্যাচের ৯টিতে জয় পেয়েছেন হলান্ডরা। সবশেষ ম্যাচে তারা ইতালির স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আফ্রিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে গ্রুপ ‘বি’-এর চ্যাম্পিয়ন হয়ে সরাসরি কোয়ালিফাই করেছে সেনেগাল। আল নাসরের সাদিও মানে, বায়ার্ন মিউনিখের নিকোলাস জ্যাকসন এবং ক্রিস্টাল প্যালেসের ইসমাইলা সার যে কোনোর দলের জন্য বিপজ্জনক।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ. কেনেডি হলে ড্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড। তাঁকে সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সুপরিচিত সঞ্চালক সামান্থা জনসন।

এর আগে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো-র সূচনা বক্তব্য দিয়ে শুরু হয় ২০২৬ বিশ্বকাপ ড্র। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর প্রধানমন্ত্রী এবং অংশগ্রহণকারী দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি উপস্থিত ছিলেন স্বস্ত্রীক। উপস্থিত ছিলেন দেশটির সাবেক কিংবদন্তি রোবের্তো কার্লোস, মিডফিল্ড জেনারেল রিকার্দো কাকা ও রোনালদো।

সুপারমডেল হাইডি ক্লুম, অভিনেতা কেভিন হার্ট ও ড্যানি রামিরেজ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

গ্রুপ আই:

ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ফিফা প্লে-অফ ২ (ইরাক/ বলিভিয়া অথবা সুরিনাম)

গ্রুপ ‘সি’-তে ব্রাজিলের সঙ্গে পড়েছে যারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্রতে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ. কেনেডি হলে ড্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড। তাঁকে সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সুপরিচিত সঞ্চালক সামান্থা জনসন।

বিশ্বকাপে গ্রুপ সি'তে খেলবে ব্রাজিল। গ্রুপটিতে সেলেসাওদের সঙ্গী মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি।

এর আগে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো-র সূচনা বক্তব্য দিয়ে শুরু হয় ২০২৬ বিশ্বকাপ ড্র। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর প্রধানমন্ত্রী এবং অংশগ্রহণকারী দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি উপস্থিত ছিলেন স্বস্ত্রীক। উপস্থিত ছিলেন দেশটির সাবেক কিংবদন্তি রোবের্তো কার্লোস, মিডফিল্ড জেনারেল রিকার্দো কাকা ও রোনালদো।

সুপারমডেল হাইডি ক্লুম, অভিনেতা কেভিন হার্ট ও ড্যানি রামিরেজ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

বিশ্বকাপে মেসির আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ যারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ বিশ্বকাপে 'জে' গ্রুপে রয়েছে আর্জেন্টিনা। এই গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। বিশ্বকাপে লিওনেল মেসিদের প্রথম ম্যাচ আলজেরিয়ার বিপক্ষে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ. কেনেডি হলে বিশ্বকাপ ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইংল্যান্ডের সাবেক ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ড। তাঁকে সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সুপরিচিত সঞ্চালক সামান্থা জনসন।

আর্জেন্টিনা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা চারে থাকায়, তার ১ নম্বর পটে ছিল তারা। পট-২ থেকে জে-গ্রুপে আসে ইউরোপিয়ান কনফেডারশনের অস্ট্রিয়া। পট-৪ থেকে এশিয়া অঞ্চল থেকে বাছাইপর্ব উতরে আসা জর্ডান।

আজ ড্র অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি ছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। পোডিয়ামে ২০২৬ বিশ্বকাপের ট্রফিও রেখেছেন তিনি। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নতুন চ্যালেঞ্জ স্কালোনির সামনে।

তার আগে স্বাগতিকদের গ্রুপ বিন্যাস আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল। ড্র মঞ্চে আনুষ্ঠানিকতা সারলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। প্রথমে মঞ্চে ডাকলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে, তারপর মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাউম এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। পট থেকে কানাডা, মেক্সিকোর পর যুক্তরাষ্ট্রের নাম উঠালেন তিন প্রতিনিধি।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসে বিশ্বকাপের ড্র হয়েছে। আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ, শেষ হবে ১৯ জুলাই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR